দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ঃ ২২/১২/২০২১ (পৃঃ ০৯)

ব্ল্যাক রাইস চাষে আগ্রহী কৃষক

মো. আজিজুল হক টুকু, নাটোর থেকে

নাটোরে আগামী চাল বা ব্ল্যাক রাইসের চাষাবাদে সফলতা এসেছে। এই চাল পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ও দামে বেশি হওয়ায় কালো চালের আবাদে আগ্রহী হচ্ছে চাষিরা। কালো চাল বা ব্ল্যাক রাইস সুদূর চীন-জাপানের মতো উন্নত দেশের চাল হলেও এখন তা নাটোরেও চাষাবাদ হচ্ছে। নাটোরের সদর উপজেলার মো. মোস্তাফিজুর রহমান টুটুল এই চালের চাষাবাদে সফলতা পেয়েছেন। পাশে বাগাতিপাড়া ও লালপুর উপজেলাতেও এই চাল চাষে কৃষকদের আগ্রহ দেখা গিয়েছে।

নাটোরের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে ২০২১-২২ আমন মৌসুমে নাটোর সদরে ২,৫৯ বিঘা জমিতে পরীক্ষা মূলক আবাদ করে হেক্টর প্রতি ২,৯০ মেট্রিকটন ফলন পাওয়া গেছে। ১৩ হেক্টর জমিতে বাদ পাওয়া গেছে হেক্টর প্রতি ২.৫৭ মে.টন ও বাগাতিপাড়ায় ৫০ হেক্টর জমিতে চাল করে হেক্টর প্রতি ২,৮০ মে.টন কালো ধান পাওয়া গেছে। অবশ্য ২০২০-২১মৌসুমে মৌসুমে বাগাতিপাড়ায় ১৫ হেক্টর কালো ধান আবাদ করে হেক্টর প্রতি ৩.৩০ মেট্রিক টনের ধান পাওয়া গিয়েছিল।

২০২১-২২ আমন মৌসুমে নাটোর সদরের উপজেলা মোস্তাফিজুর রহমান টুটুল তার জমিতে জৈবিক পদ্ধতিতে ১ বিঘা জমিতে ব্ল্যাক রাইস বা কালো চাল উৎপাদনে উদ্যোগ নিয়ে যে এখন সফল কালো চাল কৃষক।

নাটোর সদরের লালপুর মোলাদাঁড়িয়া ইউনিয়নের পাকীপুর গ্রামে গড়ে ওঠা তার কৃষি খামার অর্গানিক পল্লী। বিভিন্ন মাধ্যমে কালো চাল বা ব্ল্যাক রাইসের উপকারিতা ও গুণাগুণ জানতে পেরে তা উৎপাদনে হয় এই চাষের চাষাবাদে। অন্যদিকে বেশি প্রতি কেজি ৬শ' টাকা হিসেবে ১২শ' টাকায় ২ কেজি কালো ধানের বীজ কিনে আবাদ শুরু করেন নিজের ১ বিঘা জমিতে। চাষাবাদে অন্যান্য চালের মতই। তবে বীজোপযোগী ও সার জল পাওয়া গেলে আবাদ করতে খরচ কম হয়।

মো. মোস্তাফিজুর রহমান টুটুল জানান, দেশ বিদেশের গুরুতে এই চালের চাহিদা, পুষ্টি গুণ, উপকারিতা, চালাবাদের সহজ পদ্ধতি জানতে পারি। বাজার এবার তার পাশাপাশি সরকার থেকে এই চালের চাষাবাদে উৎসাহিত হই। ১ কেজি কালো ধান প্রথমে বীজতলায় ছিটিয়ে চারা তৈরি করে পরে ১ বিঘা জমিতে লাগিয়ে করে চারা রোপণ করেছিলাম। দেশে উৎপাদিত অন্যান্য ধানের মতোই এই ধানের পরিচর্যা ও সার প্রয়োগ করতে হয়। তবে এর পরিপক্ক লাগে। বিঘা প্রতিতে ফলন, সার-কীটনাশক প্রয়োগ ও শ্রমিক মজুরী মিলিয়ে মোট খরচ হয়েছে বিঘায় ১১ হাজার টাকা। ১ বিঘায় উৎপাদন হয়েছে ২৫ মণ কালো ধান। এখান থেকে কালো ধান বীজ পাওয়া যাবে ১৫ মণ। প্রতি কেজি কালো ধান বিক্রি করা যাবে সাড়ে ৪শ' টাকা। যে হিসেবে ১ মণ কালো ধানের দাম আসবে ১২ হাজার টাকা ও ১৫ মণ কালো ধানের দাম আসবে ১ লাখ ৫৮ হাজার টাকা। তিনি জানান, কালো চালের দুর্লভতা গুণে এই কালো চাল বিক্রি হয় কেজি প্রতি ৪শ' থেকে সাড়ে ৫শ' টাকা। তাতে নাটোরে স্থানীয় ভাবে এই কালো চাল বিক্রি করা যাবে কেজি প্রতি ২৫০ টাকা।

নাটোর সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. সেরেজুল ইসলাম বলেন, কালো চাল অ্যান্টোসেরিন, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটসমৃদ্ধ। এতে ভিটামিন, আইরন ও ক্যালসিয়াম রয়েছে। এই চাল বিশ্ব বেশ্পানি প্যাকেটজাতের মাধ্যমে হাজার টাকা কেজিতে বিক্রি করলেও স্থানীয়ভাবে কেজিপ্রতি ৫শ' টাকায় বিক্রি হতে পারে। তবে এ চালের উৎপাদন নাটোরের প্রায়ান্ত এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া গেলে তা দেশের পুষ্টি অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

নাটোর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. মাহবুবুল আলম বলেন, কালো চাল সাধারণ চালের তুলনায় অনেক বেশি উপকারী ও স্বাস্থ্যসম্মত। তুলনামূলক বিচারে অ্যান্টোসায়েনিন, প্রোটিন ও আইরন অন্যান্য চালের থেকে কালো চালে বেশি থাকে। চালে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর থাকায় শরীরের রোগ প্রতিরোধে ক্ষমতা বাড়ায়। ব্লাড পরিষ্কার করে ও শরীর থেকে দূষিত পদার্থ দূর করে শরীরকে সুস্থসুস্থ রাখে। এতে থাকা আইরন হার্টের রোগ দূর। তিনি বলেন, সাধারণ ধানের মতোই পরিচর্যা করতে হয় এই ধানের। বাড়তি কোনো বিনিয়ো করতে হয় না। কালো চাল দেখতে যেমন কালো, এ চালের ভাতও কালো।

তবে গবেষক মহল মনে করেন কালো চালের পুষ্টিগুণ নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জানায় যে কোন বিশেষজ্ঞদের পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা করলে এই কালো চালের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে আরোও নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যেতে পারে।